গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বৈদেশিকসহায়তা শাখা

বিষয়: "২০১৭ সালের বন্যায় এবং অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়কের জরুরী পুনর্বাসন (ঢাকা জোন)" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	২৯-০৭-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল ১১:৩০ মিনিট
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

১. উপস্থাপনাঃ

১.১ সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপ্রধান (পরি:কার্য:) জানান যে, "২০১৭ সালের বন্যায় এবং অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়কের জরুরী পুনর্বাসন (ঢাকা জোন)" শীর্ষক প্রকল্পটি সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে মোট ৩৫১৯৯.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করে জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকা জোনের আওতাধীন ০৬টি সড়ক বিভাগের ১৫টি ক্ষতিগ্রস্থ মহাসড়কের ১৭৩.০৩ কিলোমিটার সড়কাংশ জরুরিভিত্তিতে পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত/পুনর্বাসনের সংস্থান রাখা হয়েছে।

২. আলোচনাঃ

২.১ প্রকল্পটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গ্রহণের যৌক্তিকতা বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, সড়কসমূহের ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা এবং পরিমাণ অনেক বেশী হবার কারণে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ খাতের আওতায় মেরামত করা হলে টেকসই হবে না বিবেচনায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ সকল সড়ক পুনঃনির্মাণ এবং মেরামত/পুনর্বাসনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.২ সভাপতি বলেন যে, যে সকল সড়ক অন্য প্রকল্পে ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা অন্তর্ভুক্তির জন্য পরিকল্পনাধীন রয়েছে এবং জুন ২০১৬ বা তৎপরবর্তিতে যে সকল সড়কে সম্প্রতি উন্নয়ন করা হয়েছে সেগুলো ন্যুনতম ৩ বছর অর্থাৎ জুন ২০১৯ পর্যন্ত টেকসই হওয়া বাঞ্চনীয় এবং বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছর ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড থাকে বিধায় এখনই কাজ করার সুযোগ নেই। সেজন্য প্রস্তাবিত এ প্রকল্প থেকে সেসব সড়ক বাদ দেয়া আবশ্যক। যে সকল সড়কে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ তুলনামূলক কম বা সড়কাংশের পরিমাণ কম সে সকল প্রকল্পের মেরামত/পুনর্বাসন প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে পিএমপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা সমীচীন হবে। টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড জাতীয় মহাসড়ক, উথুলী-আরিচা জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১, নারায়নগঞ্জ অংশ) এর প্রস্তাবিত সড়কাংশ ডিপিপি হতে বাদ দেয়ার পক্ষে ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, প্রস্তাবিত সড়কসমূহের মধ্যে কতিপয় সড়ক যথাযথ প্রশস্থতাসম্পন্ন নয় যেগুলো যথাযথ প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের সংস্থান রাখা যেতে পারে। এ সকল বিষয়ে আলোচনাক্রমে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

২.৩ প্রস্তাবিত সড়কসমূহের মধ্যে কোন সড়ক ইতোপূর্বে কোন সময়ে কি ধরণের উন্নয়ন কাজ করা হয়েছিল এ সকল বিষয়ে সড়কাংশের চেইনেজ উল্লেখপূর্বক স্থিরচিত্রসহ সড়কওয়ারী বিস্তারিত তথ্যাদি ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করা আবশ্যক মর্মে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.৪ সভায় বলা হয় যে, প্রস্তাবিত সড়কসমূহের মধ্যে কিছু সড়ক নদী বিধৌত ও নীচু এলাকায় অবস্থিত এবং সড়কসমূহের উচ্চতা অনেক কম। সামান্য বন্যায় এ সকল এলাকা এমনকি সড়কসমূহ পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে এ সকল সড়কের স্থায়িত্ব অনেক কম হয় এবং ঘন ঘন মেরামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সড়কসমূহ পর্যাপ্ত উচু করে পুনঃনির্মাণ করা হলে এ সমস্যা হতে উত্তরণ সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে এ সকল সড়কসমূহের উচ্চতা পর্যাপ্ত বৃদ্ধির বিষয়ে প্রস্তাব রাখা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

২.৫ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার আলোচনা অনুযায়ী প্রকল্পের সড়কাংশের পরিমাণ, অন্যান্য পূর্তকাজের পরিমাণ ও ব্যয় যৌক্তকভাবে পুনঃনির্ধারণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় বলা হয় যে, জনবল কাঠামোতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পৃথক জনবলের প্রস্তাব করা হলে তা অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপরিশের জন্য প্রেরণ করতে হবে অথবা সওজ অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন করা হলে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে হবে, যা ডিপিপি'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা আবশ্যক। এছাড়া প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লগ ফ্রেম, বিভিন্ন কমিটির গঠনসহ ডিপিপির ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা আবশ্যক মর্মে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-08-08

৩. সিদ্ধান্ত :

৩.১ টঙ্গী-আশুলিয়া-ইপিজেড জাতীয় মহাসড়ক, উথুলী-আরিচা জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক (এন-১, নারায়নগঞ্জ অংশ) প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে বাদ দিতে হবে।

৩.২ কালামপুর বাসস্ট্যান্ড-কাউয়ালীপাড়া-বালিয়া-ওয়ার্সি-মির্জাপুর জেলা মহাসড়কটির উন্নয়ন প্রস্তাবিত প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে ঢাকা সড়ক জোন অংশের জন্য পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রস্তাব করতে হবে।

৩.৩ নয়াপাড়া-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক মহাসড়কাংশ এ পর্যায়ে এ প্রকল্প থেকে বাদ দিতে হবে। প্রয়োজনে পরবর্তী অর্থবছরে অন্য প্রকল্পে অথবা পৃথক প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাব করা যেতে পারে।

৩.৪ পদ্মা-বাইপাস জেলা সড়কাংশের মেরামত সংরক্ষণ কাজ এ প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে পিএমপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

৩.৫ লাকপুর-আড়াল-কামারগাঁও-ঘাগুটিয়া-আড়ালিয়া-মঠখোলা জেলা মহাসড়ক এবং মনোহরদী (হতেমদী)-শেখেরবাজার জেলা মহাসড়কটি ১৮ ফিট প্রশস্ততায় উন্নীত করার জন্য সার্ভে করে ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।

৩.৬ প্রস্তাবিত সড়কসমূহে কোন সড়ক ইতোপূর্বে কোন সময়ে কি ধরণের উন্নয়ন কাজ করা হয়েছিল এ সকল বিষয়ে সড়কাংশের চেইনেজ উল্লেখপূর্বক সড়ক বর্তমান অবস্থার স্থিরচিত্রসহ সড়কওয়ারী বিস্তারিত তথ্যাদি ডিপিপি'তে সন্নিবেশ করতে হবে।

৩.৭ প্রস্তাবিত সড়কসমূহের মধ্যে যে সকল সড়কাংশ অত্যন্ত নীচু সে সকল সড়কাংশ যথাযথ উচ্চতায় পুনঃনির্মাণের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। ভবিষ্যতে এ সকল সড়ক সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সড়কসমূহ প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পুনঃনির্মাণের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

৩.৮ জনবল কাঠামোতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য পৃথক জনবলের প্রস্তাব করা হলে তা অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপরিশের জন্য প্রেরণ করতে হবে অথবা সওজ অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন করা হলে অতিরিক্ত দয়িত্ব প্রদানের সংস্থান রাখতে হবে এবং এ বিষয়টি ডিপিপি'তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.৯ প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লগ ফ্রেম, বিভিন্ন কমিটির গঠনসহ ডিপিপির ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে।

৪. অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০১/৮/১৮

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.rthd.gov.bd || date: 2018-08-08